গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

১৩-০৫-১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির
৩য় সভার কার্যবিবরণী।

গত ১৩-০৫-৯৮ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী কমিটির আহবায়ক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুর রাজ্জাক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগনের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত করা হইল।

২। সভার প্রারম্ভে মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সদস্যগনকে স্বাগত জানাইয়া সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য পানি সম্পদ সচিব কে অনুরোধ করেন। পানি সম্পদ সচিব ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা সভাপতির অনুমতিক্রমে ১নং আলোচ্যসূচীর উপর আলোচনার সূত্রপাত করিয়া "**Bangladesh Water and Flood Management Strategy**" প্রণয়নের গুরুত্ব ও আনুপূর্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যগনকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশে বন্যার দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর জন্য একটি বিস্তারিত সমীক্ষার প্রয়োজনে পাঁচ বৎসর(১৯৯০-৯৪) মেয়াদী একটি সমীক্ষা প্রকল্প (" ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান" সংক্ষেপে "ফ্যাপ") গ্রহন করা হয়। পরবর্তীতে ফ্যাপ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ১৯৯৫ সালে পাঁচ বৎসরের জন্য (১৯৯৫-২০০০)" পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল" শীর্ষক প্রথম প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনটিতে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটি স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রমের কথাও উল্লেখ ছিল। তিনি বলেন গঙ্গা চুক্তি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া পানি সম্পদ উন্নয়ন ও উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ১৯৯৫-২০১০ সাল অর্থাৎ আগামী ১৫ বৎসরে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প তালিকা (**Portfolio of projects**) এর অনুসরনে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পানি ব্যবহারকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার এতদসংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবাবলী প্রাক্কলিত সম্ভাব্য ব্যয়ের উল্লেখসহ সমন্বিত করিয়া সভায় উপস্থাপিত "**Bangladesh Water and Flood Management Strategy**" এর চূড়ান্ত খসড়াটি প্রণয়ন করা হইয়াছে। তিনি উপস্থিত সদস্যগনকে খসড়া অনুমোদনের আহবান জানান।

৩। এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বলেন যে, প্রস্তাবিত খসড়াটিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প তালিকার ১১টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৩টি প্রকল্প সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তিনি অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহও খসড়ায় সন্নিবেশিত করার আহবান জানান। এই পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি, চেয়ারম্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড,ও ডঃ আইনুন নিশাত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সভাপতি মন্তব্য করেন যে, একনেক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ ইহাতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কৃষি সচিব বলেন, প্রকল্প তালিকা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে এবং ইহাতে ভবিষ্যতে প্রকল্প অন্তর্ভূক্তির সুযোগ থাকিতে হইবে। আলোচনা শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাদপড়া অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ খসড়ার সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টে অন্তর্ভূক্তি পূর্বক খসড়া **Strategy** অনুমোদনের অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৪। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনকালে পানি সম্পদ সচিব উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজে মাঠ পর্যায়ে ৪টি প্রকল্পে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপ কমিটির সভায় পাউবো ও এলজিইডি-এর মধ্যে বিরোধপূর্ণ ঐ ৪টি প্রকল্পের বিষয়ে

তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বুয়েটের পানি সম্পদ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এ,এফ,এম, সালেহ-কে আহবায়ক করিয়া ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পানি সম্পদ সচিব এই পর্যায়ে বিরোধপূর্ণ ৪টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এই ৪টি প্রকল্পের মধ্যে এলজিইডি-এর সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট এলাকায় স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পাধীন (এসএসডব্লিউ আর ডি) দুইটি উপ-প্রকল্পই বেশী সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এডিবি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত এইসব উপ-প্রকল্পে ২(দুই)ভেন্টের বেশী রেগুলেটর নির্মানের বিধান না থাকা সত্বেও এলজিইডি কর্তৃক ৬/৭ ভেন্ট পর্যন্ত রেগুলেটর নির্মান করায় সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি পাউবো এর অনুমতিক্রমে প্রকল্প গ্রহনের কথা উল্লেখ করিলে চেয়ারম্যান ,পাউবো অনুমতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন এবং কোন অনুমতি গ্রহন করা হয় নাই মর্মে মন্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার সচিব সমস্যা সৃষ্টির জন্য উভয়পক্ষের গাফিলতিকে দায়ী করেন এবং বলেন, সৃষ্ট জটিলতা উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করিতে পারে। যদি না পারে, তাহা হইলে এই কমিটিতে উপস্থাপন করিলে কমিটি তাহা সমাধান করিয়া দিতে পারে। ডঃ নিশাত "water belt" এর "down-stream" এ "cross-dam" এর মত ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেন। কৃষি সচিব এই সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকাভিত্তিক সম্পূর্ণ ডিজাইন পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন , সমন্বয় কৌশল (Harmonising Mechanism) নির্ধারনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক।

৫। এই পর্যায়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় কৃষি সচিবের সহিত একমত পোষন করিয়া বলেন ,এই ধরনের প্রকল্পসমূহ জটিলতামুক্তভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা একান্ত আবশ্যক।

৬। সভাপতি ,পাউবো ও এলজিইডি-র কর্মকান্ড সম্পাদনে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সমাধানের সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাইয়া বলেন, প্রকল্প গ্রহন সংক্রান্ত অনুমতি সুস্পষ্ট হইতে হইবে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য স্থানীয় প্রয়োজন এবং জাতীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের জটিলতা নিরসনকল্পে অনুসরনীয় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য তিনি সদস্য(কৃষি) ,পরিকল্পনা কমিশনকে আহবায়ক করিয়া একটি ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন। কমিটি আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করিবে। উক্ত কমিটি কর্তৃক নীতমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বিরোধপূর্ণ ৪টি উপ-প্রকল্পের বিষয়ে তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উভয়পক্ষ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাইবে।

৭। তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ে উপস্থাপিত খসড়া পানি নীতি সম্পর্কে পানি সম্পদ সচিব উপস্থিত সদস্যগনকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি পরিষদের তৃতীয় সভায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পানি নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীতব্য জাতীয় পানি নীতি চূড়ান্তকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন করা এই কমিটির প্রধান কাজের একটি। নির্বাহী কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, অধীনস্থ সংস্থার প্রধানগন ও পানি সেক্টরে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞগনের সুচিন্তিত মতামত সন্নিবেশিত করিয়া পুনঃ সংশোধিত বর্তমান খসড়াটি বিবেচনার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান।

৮। এই পর্যায়ে আলোচনায় অংশ গ্রহন করিয়া মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী মহোদয় পরিবেশ ও রক্ষনের স্বার্থে পানির গুনাগুন বজায় রাখার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীর উপর স্থাপনাসমূহ অপসারনের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গাসহ দেশের সকল নদীকে প্রবাহমান করা ও দূষনযুক্ত নদীসমূহকে দূষনমুক্ত রাখার বিষয়ে পানি নীতিতে উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

৯। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিবেচনাধীন খসড়া জাতীয় পানি নীতি এর প্রথম হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার "Watershed Management" এর আগ পর্যন্ত সভায় পঠিত হয় এবং কতিপয় সংশোধনী গৃহীত ও খসড়ায় সন্নিবেশিত করা হয়। এই পর্যায়ে "Watershed Management" অংশ আলোচনায় ডঃ আইনুন নিশাত এই অংশের শিরোনাম এবং বিষয়বস্তু বিষয়ে বিমত পোষন করিয়া সভায় বক্তব্য রাখেন এবং এই অংশের ব্যাপক পরিবর্তনের পক্ষে মতামত দেন। উপস্থিত সকল সদস্যগন এই অংশ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। আলোচনাশেষে খসড়া জাতীয় পানি নীতি-এর এই অংশটুকু বিশেষজ্ঞগন দ্বারা পুনরায় লিখার জন্য এবং অবশিষ্ট অংশের জন্য কাহারো আর কোন মতামত থাকিলে তাহা পরবর্তী সভায় আনয়নের জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

১০। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) " Bangladesh Water and Flood Management strategy " এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হইল। স্থানীয় সরকার বিভাগ কতৃক প্রেরীত প্রকল্প তালিকা হইতে বাদ পড়া প্রকল্পসমূহ ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইবে।

(২) পাউবো ও এলজিইডি-র কাজে মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন এবং ভবিষ্যতে উভয় সংস্থার কাজে জটিলতা পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অনুসরনীয় নীতিমালা/পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগনের সমন্বয়ে একটি কমিটি অবিলম্বে গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক)	জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী সদস্য(কৃষি),পরিকল্পনা কমিশন	আহবায়ক
(খ)	ডঃ এ,টি,এম,শামসুল হুদা সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	ডঃ এ,এম,এম,শওকত আলী সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ)	জনাব আইয়ুব কাদরী সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন চেয়ারম্যান,পাউবো	সদস্য
(চ)	জনাব এ,কে,এম, হালিমুর রহমান মহাপরিচালক,ওয়ারপো	সদস্য
(ছ)	জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক প্রধান প্রকৌশলী,এলজিইডি	সদস্য
(জ)	ডঃ আইনুন নিশাত অধ্যাপক,বুয়েট,ঢাকা।	সদস্য

(৩) খসড়া জাতীয় পানি নীতি-এর আলোচিত অংশের উপর বাক্য ও শব্দগত সংশোধনী সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হইল।

(৪) খসড়া জাতীয় পানি নীতির "Watershed Management" অংশটুকু সম্মিলিতভাবে পুনর্লেখনপূর্বক এই পুনর্লিখনের পটভূমিসহ আগামী সভায় পেশ করার জন্য নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগনকে দায়িত্ব প্রদান করা হইল ঃ

ক) ডঃ আইনুন নিশাত,
অধ্যাপক, বুয়েট,ঢাকা।

(খ) ডঃ এম মনোয়ার হোসেন,
অধ্যাপক, পানি সম্পদ বিভাগ,বুয়েট,ঢাকা।

(গ) জনাব এম,এইচ,সিদ্দিকী, বীর উত্তম
অবসরপ্রাপ্ত সদস্য (পওর),
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,ঢাকা।

(ঘ) M.S.Wallace,
পরামর্শক, এন,ডব্লিউ,এম,পি।

(ঙ) J.S.A. Brichieri Colombi
পরামর্শক, এন,ডব্লিউ,এম,পি।

১২। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সদস্যগনকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষর/-

(আব্দুর রাজ্জাক)

মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
নির্বাহী কমিটি ।

নং-পাসম-উঃপ/৩ক-২/৯৭/২০৬

তারিখঃ ২৫-০৫-১৯৯৮ ইং
১১-০২-১৪০৫ বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হইল ঃ

১। জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান,
মাননীয় মন্ত্রী,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

২। বেগম সাজেদা চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী,
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৩। বেগম মতিয়া চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী,
কৃষি মন্ত্রণালয়।

৪। জনাব সতীশ চন্দ্র রায়
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব,
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

(দুলাল আব্দুল হাকিজ)
উপ-সচিব(উঃ-২)

নং-পাসম-উঃ৫/৩ক-২/৯৭/২০৬

তারিখঃ ২৫-০৫-১৯৯৮ ইং
১১-০২-১৪০৫ বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হইল ঃ

১। জনাব এ,এইচ,এম, আবদুল হাই
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২। ডঃ এ,টি,এম,শামসুল হুদা
সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী
সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন।

৪। ডঃ ,এ,এম,এম, শওকত আলী
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৫। জনাব আইয়ুব কাদরী
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬। জনাব আহবাব আহমদ,
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৭। সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

৮। ডঃ আইনুন নিশাত
অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

৯। ডঃ এম, মনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ,
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

১০। জনাব এ,কে,এম,হালিমুর রহমান
মহাপরিচালক, ওয়ারপো।

(দুলাল আবদুল হাফিজ)
উপ-সচিব(উঃ-২)

পরিশিষ্ট- 'ক'

১। বেগম সাজেদা চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

২। বেগম মতিয়া চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব সতীশ চন্দ্র রায়
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪। জনাব এ,এইচ,এম, আবদুল হাই
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৫। ডঃ এ,টি,এম,শামসুল হুদা
সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬। জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী
সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন।

৭। ডঃ ,এ,এম,এম, শওকত আলী
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৮। সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
চেয়ারম্যান, পাউবো,ঢাকা।

৯। ডঃ আইনুন নিশাত
অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

১০। ডঃ এম, মনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ,
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

১১। জনাব এ,কে,এম,হালিমুর রহমান
মহাপরিচালক, ওয়ারপো।

বিঃ দ্রঃ- উল্লিখিত সদস্যবর্গ ব্যতীত এই সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।